

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ অক্টোবর, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর-৩৯৯-আইন/২০২৪।—Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর section 102 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ভূমি, পুট, স্পেস ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ) বিধিমালা, ২০২৪' এর নিম্নরূপ প্রথম সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি—

(১) ২ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(চ) “ক্ষতিগ্রস্ত” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই ভূমির মালিক; উক্ত মালিকের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;” এবং

(খ) দফা (ত) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ত) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ত) “মূল অধিবাসী” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিক; উক্ত মালিকের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;”।

(২৮৫৭১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) ৪ এর উপ-বিধি (৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৯) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৯) কোনো ব্যক্তি নিজ নামে বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীর নামে এই বিধিমালার অধীন ইতোপূর্বে কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইয়া থাকিলে তিনি উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন করিবার অযোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী স্বামী বা স্ত্রী অথবা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত বা মূল অধিবাসী হিসাবে কোনো ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইয়া থাকিলে তাহাদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।”;

(৩) ৫ এর উপ-বিধি (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(৬) যদি ইতোপূর্বে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পৃথকভাবে কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমি বা আবাসিক প্লট বরাদ্দ পাইয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে যে কোনো একটি প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হইবে এবং অপর প্লটটি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে প্লট বাতিল ও বরাদ্দ বহাল রাখিবার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”;

(৪) ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৭। ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ সংরক্ষণ।—এই বিধিমালার অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত ও মূল অধিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আবাসিক প্লট সংরক্ষণ করা যাইবে।”;

(৫) ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“২১। ফ্ল্যাটের কিস্তি পরিশোধ।—এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বরাদ্দপ্রাপ্ত ফ্ল্যাটের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের পর অবশিষ্ট ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) মূল্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া পরবর্তী ১৫ (পনেরো) বৎসরের কিস্তিতে, অথবা সময়ে সময়ে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা যাইবে।”

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
যুগ্মসচিব।